মেহেরপুর ছাত্রলীগের উদ্যোগে মাস্ক বিতরণ

মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ছাত্রলীগের উদ্যোগে জনসাধারণের মাঝে দুই’শ মাস্ক বিতরণ করা হয়।

বুধবার সকালে সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ছাত্রলীগের তানমুন ইসলাম মাস্ক বিতরণ কর্মসূচী উদ্বোধন করেন।

এসময় তিনি বলেন সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তারই পরিপেক্ষিতে জনপ্রসাশন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নির্দেশে ও মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধনের দিক নির্দেশনায় সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ছাত্রলীগ এর পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের মাঝে আমরা মাস্ক বিতরণ করছি।

এর আগেও আমরা বিভিন্ন জায়গায় শতাধিক বৃক্ষরোপণ ও মাস্ক বিতরণ করেছি। তিনি আরও বলেন করোনা ভাইরাস এর মহামারী সমাপ্তি না হচ্ছে ততদিন মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ ছাত্রলীগ জনসাধারণের জন্য স্বেচ্ছায় কাজ করে যাবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের সাধারণ সম্পাদক আরিফুল ইসলাম আরিফ, জেলা ছাত্রলীগের সদস্য আসিক মাহমুদসহ ইমন, রিমন, মাইনুর শেখ বিপ্লবসহ প্রমুখ

গাংনীতে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার কে অনুদান প্রদান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি উন্নয়নে নগদ ২ লক্ষ টাকা অর্থিক সহায়তা , ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প থেকে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার ও প্রতিষ্ঠানকে ৩ লক্ষ টাকা এবং ১০০ বান্ডিল ঢেউটিন প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার সকালে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এ অনুদান প্রদান কার্যক্রম শুরু করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, এ উপজেলার অনেকেই গুণী শিল্পী রয়েছেন। যারা দেশের বিভিন্ন বেতার ও টেলিভিশন অঙ্গনে সুনাম অর্জন করেছেন।

সরকারিভাবে তাদেরকে তেমন কোন সহায়তা করা সম্ভব হয়নি। শিল্পকলার উন্নয়ন ও প্রশিক্ষকদের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। তবে সুযোগ সৃষ্টি হলে তিনি শিল্পকলা একাডেমির উন্নয়নে কাজ করে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যাক্ত করেন।

আজ তিনি টিআর (কাবিখা) প্রকল্প থেকে শিল্পকলা একাডেমিতে বাদ্যযন্ত্র ক্রয়বাবদ এক লক্ষ টাকা এবং ওস্তাদ রতন সরকারকে ৫০ হাজার এবং প্রশিক্ষক সেলিম হোসেন কে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেন।

অপরদিকে এই উপজেলায় আম্পান ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ ৮৩টি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প থেকে নগদ ৩ লক্ষ টাকা এবং ১০০ বান্ডিল ঢেউ টিন বিতরণ করেন। এ সময় গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ইয়ানুর রহমান, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিরঞ্জন চক্রবর্তীসহ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী সাব-রেজিষ্টার অফিস পরিদর্শনে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন

গাংনী সাব-রেজিষ্টার অফিসে সকল কাজ কর্ম সরকারি নিয়মেই হবে। এর ব্যাতায় ঘটলে তার দায়ভার অফিস প্রধানকেই বহন করতে হবে। আগে যা হয়েছে তা করার চেষ্টা করবেননা বলে সাব-রেজিষ্টার কার্যালয়ের

কর্মকর্তা, কর্মচারি ও মহুরাদের নির্দেশনা দেন সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

বুধবার সকালে মেহেরপুর -২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন গাংনী উপজেলা সাব-রেজিষ্টারের কার্যালয় পরিদর্শন কালে দুর্নীতি মুক্ত অফিস পরিচালনায় কর্মকর্তা কর্মচারিদের উদ্দেশ্য করে তিনি এসব কথা বলেন।

এসময় উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা,গাংনী থানার ওসি ওবায়দুর রহমান,আওয়ামীলগ নেতা মনিরুজ্জামান আতু উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী সাব-রেজিষ্টার অফিসে সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে জমি রেজিষ্ট্রি,দলিলের ফটো কপি,নকল গ্রহন অতিরিক্ত টাকা আদায়, ফাইলিং খরচ দ্বিগুন করে সাব রেজ্ষ্টিার তার অফিস পরিচালনা করছেন এমন অভিযোগ পেয়ে সাংসদ সাহিদুজ্জামান খোকন অফিস পরিদর্শনে যান।

সেখানে সাব-রেজিষ্ট্রার মাহফুজ রানার সাথে কথা বলেন। সরকারি নির্ধারিত মুল্য তালিকা টাঙ্গানোর বিষয়ে তিনি বলেন, এক পার্সেন্ট টাকা সরকারি ভাবে কমানোর কথা, সেই নতুন তালিকা চার্টার জনসম্মুখে রাখার পরামর্শ দেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভুক্তভোগীদের অভিযোগ মাহফুজ রানা গাংনী সাব রেজিষ্টার হিসেবে যোগদানের পর থেকে জনদুর্ভোগ বেড়েছে। এছাড়াও হ্যান্ড মাইক ক্রয় বাবদ তিনি দুই কার্য দিবস দলিল প্রতি ১৫০ টাকা করে অতিরিক্ত নিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন স্থানীয়রা।

গাংনী সাবরেজিষ্ট্রার অফিসের দলিল লেখক সমিতির সভাপতি ফাকের আলী জানান, হ্যান্ড মাইক ক্রয় বাবদ টাকা নেয়া হয়েছিল কিন্তু কাথুলী ইউপি চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা একটি হ্যান্ড মাইক আমাদের উপহার দিয়েছেন। তবে উত্তোলনকৃত টাকা পাবলিক টয়লেট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কর্মিকে বেতন বাববদ দেয়া হয়েছে।

সাব-রেজিষ্টার মাহফুজ রানা বলেন, আমি এখানে যোগদানের পর থেকে সব কিছু একটা পরিবেশের মধ্যে রাখার চেষ্টা করছি। অনেকেই অনেক ভাবে আমার বিরুদ্ধ মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করতে পারে। তবে খুব শিঘ্রই গাংনী সাব-রেজিষ্টার অফিস বাংলাদশের মধ্যে দুর্নিতি মুক্ত অফিস হিসেবে উপহার দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে আমি আশাবাদি।

মেহেরপুর-২(গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান

খোকন বলেন, গাংনীর মানুষ খুব-ই স্বল্প আয়ের মানুষ। অনেকেই কষ্ট করে টাকা পয়সা জোগাড় করে মাথা গোজার জন্য এক টুকরা জমি কিনতে গিয়ে হয়রানি হচ্ছে এবং অতিরিক্ত টাকা গুনতে হচ্ছে।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে এবং নানা ধরনের গুঞ্জন শুনে আমি সাব-রেজিষ্টারের সাথে কথা বলেছি যাতে সরকারি নির্ধারিত খরচে মানুষ কাজ করতে পারে। কোন সিন্ডিকেট করে মানুষকে জিম্মি করা যাবেনা এবং দুর্নীতিমুক্ত সাব-রেজিষ্টার হিসিবে গাংনীর নামটা যেন উজ্জল হয় সে বিষয়েও দিক নির্দেশনা দেন এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন।

সাইপ্রাসে ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মেহেরপুরের সোহেল

ইউরোপের সাইপ্রাসের রাজধানী নিকোশিয়ায় ফিলিপ্স ইউনিভার্সিটিতে স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মেহেরপুরের সোহেল রানা বিশ্বাস।

সোহেল রানা বিশ্বাস মেহেরপুর জেলার শালিকা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। নিজ গ্রামেই প্রাইমারী স্কুল শেষে, মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক যথাক্রমে শালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বর্তমান সহিউদ্দীন ডিগ্রী কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।

এরপর উচ্চ শিক্ষার পাড়ি জমান সাইপ্রাসে। সেখানে অবস্থিত ফিলিপ্স ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা শুরু করেন। নিজের কৃতিত্বপূর্ণ রেজাল্টের জন্য স্কলারশিপ নিয়ে, পাবলিক রিলেশনস এ্যান্ড মার্কেটিং সাবজেক্টে ব্যাচেলর ও মাস্টার্স অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশনস (এম বি এ) সমাপ্ত করেন। বর্তমান তিনি এ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল এ্যাকাউন্টিংয়ে (এ আই এ) অধ্যায়নরত আছেন।

এ ছাড়াও তিনি সাইপ্রাসে অবস্থানরত অভিবাসী শিক্ষার্থীসহ অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের সরাসরি এবং অনলাইনে সম্পূর্ণ ফ্রি ইংলিশ বিষয়ে পাঠদান করিয়ে আসছেন।

অভিবাসী স্টুডেন্টবান্ধব এ প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৮ সালে প্রতিস্ঠাকালীন সময় থেকে যথেস্ট সুনাম এবং দায়িত্বের সাথে শিক্ষাকার্যক্রম চালিয়ে আসছে। তাই এ প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ছাত্রছাত্রীদের পছন্দের তালিকায় রয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

সত্য ঘটনা অবলম্বনে “ভালোবাসার ফাঁদ” – এস আই মেহেদী

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফয়সাল (ছদ্মনাম) সরকারি চাকরির সুবাদে থাকেন খুলনায়। অবসর পেলেই সময় কাটানোর জন্য ছুটে যান খুলনার হাদিস পার্কে। সুরভি (ছদ্মনাম) রুপসার মেয়ে কেনাকাটা করতে গিয়ে বান্ধবীর সাথে যান হাদিস পার্কে, সেখানেই পরিচয় হয় ফয়সালের সাথে।

পরিচয়ের সূত্র ধরে মোবাইলফোনে নম্বর বিনিময়। মাঝে মাঝে মোবাইলে কথাবার্তা চলে দুজনের মধ্যে। সময়গুলো বেশ ভালই কাটছিলো ফয়সাল ও সুরভির। সময় যতই গড়ায় সম্পর্ক ততো গভীর হচ্ছে। সুরভি হঠাৎ চাকরির সন্ধানে চলে আসে ঢাকায়, পরিচয় হয় সাংবাদিক বকুলের (ছদ্মনাম) সঙ্গে।

সাংবাদিক বকুল অসহায় মানুষদের বেশ সাহায্য সহযোগিতা করেন। তিনি মিরপুর এলাকার একটি মানবাধিকার সংস্থার উচ্চপদস্থ কমকর্তা। বকুল সাহেবের এক আত্মীয় গণভবনের কমকর্তা। রাষ্ট্রের বড় বড় আমলা, ব্যবসায়ী, রাজনৈতিক নেতা সকলের সাথেই বকুল সাহেবের সখ্য। বকুল সাহেব চাইলেই একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারেন সুরভিকে।

সুরভি, বকুল সাহেবকে বেশ সম্মান করেন। কেনই বা করবেন না একমাত্র বকুল সাহেবই পারেন তার দুঃখ দূর করতে। সুরভির স্বপ্নের সেই সোনার হরিণ বকুল সাহেবের কাছে ডাল-ভাত। সুরভির থাকার কোন জায়গা নাই, দূরসম্পর্কের আত্মীয় বাড়ি কদিনই বা থাকা যায়। সুরভি বকুল

সাহেবকে তার সমস্যার কথা বললে বকুল সাহেব সুরভিকে ধৈর্য্য ধরতে বলেন। যে কোন চাকরি তো আর তাকে দেওয়া যায়না।

বেশ কয়েক জায়গায় কথা হয়েছে তবে ভালো চাকরির জন্য একটু সময় দিতে হয়। এভাবেই সময় গড়াতে থাকে এদিকে সুরভির আত্মীয় সুরভিকে আর রাখতে চায় না তাদের বাসায়। ঢাকা শহরে ছোট্ট বাসায় কয়দিনই বা রাখা যায়। সুরভি বকুল সাহেবকে ফোন করলেই বকুল সাহেব তার ব্যস্ততার কথা শুনান। তার হাতে কতো কাজ, সে সব সময় মন্ত্রী, আমলাদের সাথের মিটিংয়ে থাকেন।

সুরভি নাছোড়বান্দা হয়ে বার বার ফোন করেন বকুল সাহেবকে! তার পক্ষে আর ঢাকা থাকা সম্ভব না! বকুল সাহেব সুরভিকে বলেন তার একটা ফ্ল্যাট খালিই থাকে মাঝে মধ্যে সে যায় সেখানে। সুরভি চাইলেই থাকতে পারবে সেখানে। সুরভি বকুল সাহেবের প্রস্তাবে সাথে সাথে রাজি হয়ে যায়। কতো বড় মনের মানুষ হলে এতো বড় উপকার করে মানুষ। বকুল সাহেবের কথা শুনে তার উপর হাজার গুন শ্রদ্ধা বেড়ে যায় সুরভির।

ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে সুরভি উঠে পড়লো বকুল সাহেবের ফ্ল্যাটে। এক রুমে সুরভি আর পাশের রুমে থাকে বকুল সাহেব। ইদানিং সুরভিকে বেশ সময় দেন বকুল সাহেব ভালোবাসার কথা শুনায়। ধীরে ধীরে সুরভিও বকুল সাহেবকে ভালোবেসে ফেলে। এভাবে ভালোই কাটছিলো তাদের সময়। ইদানিং বকুল সাহেব তার লোকজনের কাছে সুরভিকে স্ত্রী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। বাড়ির মালিকও সুরভিকে বকুল সাহেবের স্ত্রী হিসেবে জানেন। বিয়ে ছাড়াই স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বকুল-সুরভির সংসার নব উদ্দ্যমে চলতে থাকে। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে কিছু দিন যাওয়ার পরেই বকুল সাহেব বিভিন্ন লোকজনকে সুরভির শয্যা সঙ্গী বানাতে শুরু করে। সুরভি প্রথম দিকে আপত্তি করেও তেমন লাভ হয়নি, কারণ বকুল সাহেব খুবই প্রভাবশালী।

বকুল সাহেব সুরভিকে মোবাইল ফোনে বেশ কিছু ছবি দেখান। সেসব ছবিতে বকুল সাহেব রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিদের সাথে বসে গল্প করছেন, খাচ্ছেন তাদের পারিবারিক অনুষ্ঠানে বকুল সাহেব অতিথি। বকুল সাহেব সুরভিকে বলে যে, পুলিশ তার কথায় উঠে বসে। তাই এখন থেকে সে যা বলবে সুরভি যেন তাই শুনে। সুরভি ভয়ে ভয়ে সম্মতি দেয়। বকুল সাহেব একটি মোবাইল নম্বর দিয়ে সুরভিকে বলে এই লোকের সাথে ভালোবাসার অভিনয় করে বাসাতে নিয়ে আসতে হবে।

সুরভি বকুল সাহেবের দেওয়া মোবাইল ফোনে কথা বলে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করে। বকুল সাহেবের পরিকল্পনা মতো একদিন দাওয়াত করে বাসাতে এনে অন্তরঙ্গ মুহূর্তে বকুল সাহেব তার মেবাইলে ছবি ও ভিডিও ধারণ করে। ভুক্তভোগীর পরিবারের কাছে ধারণকৃত ছবি পাঠিয়ে দিবে,পুলিশে ধরিয়ে দিবে বলে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করে। এভাবে বেশ টাকা পয়সা আয় হচ্ছে সুরভির। বেশ সুখেই কাটছিলো সুরভিদের দিন। এদিকে হঠাৎ একদিন ফয়সালের ফোন, ফয়সালের ফোন পেয়ে বেশ খুশি সুরভি। ঢাকায় আসার পর থেকে খুব একটা কথা বলা হয় না ফয়সালের সাথে। তাই দুজনেই অনেকক্ষণ কথা বলে।

ফয়সাল ঢাকাতে আসবে, দেখা হয় না অনেক দিন তাই ফয়সাল দেখা করতে চায়। এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। সুরভি বকুল সাহেবকে সব খুলে বলেন। বকুলের পরিকল্পনা মতো সুরভি ফয়সালকে বাসাতে নিয়ে আসে। বাসায় কেউ নাই তাই দরজা খোলা রেখে ফয়সাল সুরভি একান্তে অন্তরঙ্গ সময় কাটাতে থাকে। এদিকে বকুল সাহেব আগে থেকেই তার সহযোগীদের নিয়ে ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে, ভিডিও ধারণ করে। হঠাৎ সুরভির কক্ষে চার পাঁচ জন প্রবেশ করে ফয়সাল সুরভির নগ্ন ছবি ধারণ করে, পরিবার ও অফিসে প্রেরণের উদ্যোগ নেয়। ফয়সাল বকুল সাহেবের পায়ে ধরে বিষয়টি মিটমাট করার জন্য অনুনয়-বিনয় করতে থাকে।

শেষমেষ বকুল সাহেবদের মন গলে, চার লক্ষ টাকা দিতে পারলে ফয়সালের মুক্তি মিলবে। কিন্তু এতো টাকাতো ফয়সালের কাছে নাই! তার কাছে মাত্র ১১,০০০/- টাকা ছিলো যা আগেই বকুল সাহেবরা নিয়ে নিয়েছে। ফয়সাল তার এক আত্মীয়ের থেকে বিকাশের মাধ্যমে ১,০০,০০০/- টাকা আনায় এবং অবশিষ্ট তিন লক্ষ টাকা ধার স্বরূপ নিয়েছে মর্মে স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করে দিয়ে মুক্তি লাভ করে। মুক্তির পর থেকে অনবরত বকুল গং রা অবশিষ্ট তিন লক্ষ টাকার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকে, না দিলে তার অন্তরঙ্গ ছবি ও ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিতে থাকে। টাকার জন্য ফয়সাল পাগলপ্রায়, পরিচিত আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব সবার কাছে টাকা ধারের চেষ্টা করতে থাকে। ফয়সালের অস্থিরতা দেখে সকলের সন্দেহ হয়।

পরিবারের সদস্যরা জানতে চায় হঠাৎ এতো টাকা কি কাজে লাগবে? ফয়সাল কৌশলে সকলের প্রশ্ন এড়িয়ে বারবার টাকা চায়। এদিকে বকুল সাহেব বিভিন্ন উপায়ে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। কখনো মেজর, কখনো সাংবাদিক পরিচয়ে ফোন করে পাওনা টাকার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। সাথে ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছেড়ে দেওয়ার হুমকি তো আছেই। এদিকে ফয়সালের ছুটি শেষ, কাজে যোগ দিতে হবে। অফিসে যদি

ঘটনাটি জানে তাহলে অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে! কি করবে? ফয়সাল কোন কিছু ভেবে না পেয়ে পরিবারের কাছে ঘটনাটি খুলে বলে।

ফয়সালের ভাই আসাদুজ্জামান বাদী হয়ে মিরপুর মডেল থানায় এজাহার দায়ের করলে মিরপুর মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ স্যার এজাহার গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট মোবাইল পার্টিকে দ্রুত ঘটনাস্থলে প্রেরণ করেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ঘটনাটি অবহিত করেন।অফিসার ইনচার্জের নিকট হতে সংবাদ পেয়ে থানায় ছুটে আসেন অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (মিরপুর জোন) জনাব মোঃ কামাল হোসেন স্যার বাদীর নিকট ঘটনা শুনে ঘটনাস্থলে অবস্থানরত এস আই তপন কুমার বিশ্বাসকে ফোন করে ঘটনার সত্যতা পেয়ে প্রয়োজনীয় নিদের্শনা প্রদান করেন। এস আই তপন কুমার বিশ্বাস ঘটনাস্থল থেকে সুরভিকে গ্রেফতার করেন। জব্দ করেন ফয়সাল সুরভির নগ্ন ছবি, ভিডিও সম্বলিত মোবাইল ফোন, স্বাক্ষর করা স্ট্যাম্প, যৌন কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন আলামত, ফাঁদে পড়া বিভিন্ন মানুষের স্বাক্ষর করা ব্যাংক চেক।আসামি ও জব্দ কৃত আলামতসহ এস আই তপন থানায় হাজির হলে শুরু হয় বকুল সাহের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক তদবির।

সকল তদবির উপেক্ষা করে বাদীর দেওয়া এজাহার আমলে নিয়ে নিয়মিত মামলা রুজু হয়। গ্রেফতারকৃত আসামী সুরভি বিজ্ঞ আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় দোষ শিকার করে সহযোগিদের নাম উল্লেখ করে জবানবন্দি প্রদান করে। সুরভির পলাতক সহযোগিদের গ্রেফতারের জন্য অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার জনাব কামাল হোসেন স্যারের নেতৃত্বে মিরপুর থানা পুলিশের একাধিক চৌকস দল মাঠে কাজ করছে। মামলাটির তদন্তকালে জানা যায় বকুল(ছদ্মনাম) সুরভি সহ আরো একাধিক মেয়েদের দিয়ে প্রেমের ফাঁদে ফেলে মানুষকে জিম্মি করে টাকা আদায় করে আসছিলো।
বর্তমানে মামলাটি তদন্তধীন রয়েছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন

মুজিবনগর মহাজনপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করেছে অপরপক্ষ। বুধবার সকালে মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন মহাজনপুর গ্রামের গোলাম কিবরিয়া বিশ্বাস এর ছেলে লিটন বিশ্বাস।

এসময় তিনি বলেন, আমি মোঃ লিটন বিশ্বাস, মহাজনপুর, মুজিবনগর, মেহেরপুর। গত ০৫ জুলাই ২০২০ তারিখে মহাজনপুর গ্রামের সাদিকুল ইসলাম এর স্ত্রী শরিফন খাতুন মেহেরপুর প্রেস ক্লাবে আমাদের জমি ক্রয়সুত্রে মালিক দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেন। সেই সাথে আমাদের বিরুদ্ধে নানা ধরনের অপপ্রচার করেন। এ নিয়ে দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকায় “মেহেরপুরে ক্রয়কৃত জমিতে ঘর নিম্মাণে বাধা” শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ হয়।

শরিফন খাতুন যে বক্তব্য দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা,
বানোয়াট, ভিত্তিহীন এবং ঘড়যন্ত্রমূলক। এই ভিত্তিহীন, মিথ্যা, বানোয়াট সংবাদ সম্মেলনের প্রতি আমি তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি।

উক্ত মোছাঃ শরিফা খাতুনের স্বামীকে প্রায় ১৮ বছর আগে আমার আব্বা মোঃ কিবরিয়া বিশ্বাস
কয়েক কাঠা জমি তাকে দিয়ে বসবাস করার সুযোগ দেয়। আর তখন থেকে তারা স্বাধীনভাবে এবং
শান্তিপূর্ণ ভাবে সেই জমির উপর বসবাস করে আসছে। এ ব্যাপারে আমরা কখনো কোন কিছু বলিনি এবং তাদের বাড়ী নির্মাণ কাজে আমরা কখনো বাধা দেইনি। সম্পূর্ণ মিথ্যা, ঘড়যন্ত্র ও বােনোয়াট কথাবার্তা এখানে উপস্থিত করেছে ঐ মহিলা।

ঐ মহিলা বিভিন্ন সময় আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে আসছে। তাতে আমরা ভীত হয়ে তাকে কিছুই বলিনি। এই রকম একটা সম্মানিত পরিবারকে তিনি মানহানী করার জন্য সংবাদ সম্মেলন করে মিথ্যা সংবাদ প্রচার করেছেন। পরবর্তীতে আমরা উক্ত মহিলার বিরুদ্ধে মানহানীর মামলা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করছি।

আরও একটা ঘটনা আমি তুলে ধরছি, মোছাঃ শরিফন খাতুন যে জমিটি

কিনেছে বলে দাবী
করছে, সেটি মহাজনপুর গ্রামের মাষ্টারের সাথে, ঐ জমিটির বিষয়ে আমরা তাদের সাথে বোঝাপড়া
করবো। এমনকি এই জমির বিষয়ে তাদের সাথে মামলা মোকমাও চলছে। এই জমির সাথে শরিফনের
কোন সম্পর্ক নেই। এখানে একটি তিনি একটি মিথ্যা বক্তব্য পেশ করেছেন।

এ সময় মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিকস মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেপ্র/এমএফআর

করোনায় ক্রীড়াঙ্গনেও স্থবিরতা

প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের থাবায় খেলার মাঠেও নেমে এসেছে স্থবিরতা। এই স্থবিরতা যেন কোনভাবেই কাটছে না। মেহেরপুরের কয়েকটি খেলার মাঠে খেলোয়াড়দের পদচারণা। কয়েকটি খেলার মাঠের মধ্যে মেহেরপুর সরকারি হাই স্কুল খেলার মাঠ অন্যতম।

অন্যান্য মাঠগুলো শুকনো পড়ে থাকলেও এই মাঠটিতে করোনার আতঙ্কের মাঝেও চলছে নিয়মিত খেলার অনুশীলন।

সরে জমিনে মাঠে গিয়ে দেখা যায়, অনুশীলনে ব্যস্ত বিভিন্ন বয়সী ক্রিকেটার ফুটবলাররা। সেই সাথে আরও দেখা যায় কেউ কেউ ব্যস্ত ঘুড়ি উড়াতে।

এসময় ২০০৯ সালের হাই স্কুল পর্যায়ের বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন কিরণ বলেন, বর্তমানে মেহেরপুর সরকারি হাই স্কুল খেলার মাঠের পরিবেশ প্রাণবন্ত, সকলে খেলায় ব্যস্ত।

তিনি বলেন, সকল খেলোয়াররা মাঠে আসুক, খেলার মধ্যেই সময় টা পার করুক। খেলার মাঝে থাকলে শরীর ও মন দুটাই ভালো থাকে। খেলার মাধ্যমে মানুষের মানসিক বিকাশ ঘটে।

স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্বে বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, নিজের সুরক্ষা নিজের কাছে, তাই সকলের উচিত স্বাস্থ্য বিধি মেনেই খেলার মাঠে আসার। খেলার মাধ্যেই মাঝে মাঝে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা। সেই সাথে খেলা শেষে নিজেকে জীবানু নাশক দিয়ে জীবানু মুক্ত করেই বাসায় ফিরা।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ও ক্রিকেটার মাসুদ রানা বলেন, করোনা কালীন শারীরিক ফিটনেস ঠিক রাখতে, মনোবল বৃদ্ধি সহ অলস সময় পার করতেই সবাই খেলার মাঠে আসছেন। খেলার মাঠে আসাতে অনুশীলনীর সাথে সাথে সময় কাটানোও হয়ে যাচ্ছে। মাঠে আসলে খেলার মাঝে থাকলে সময় টাও খুব তাড়াতাড়ি পার হয়ে যায়। বাসায় বসে অলস সময় পার করার থেকে মাঠে এসে খেলার মাঝে সময় টা পার করতে সবাই নিয়মিত মাঠে আসছে।

তিনি আরও বলেন, মেহেরপুর সরকারি হাই স্কুল খেলার মাঠে আগের চেয়ে এখন বেশি খেলোয়ার দেখা যাচ্ছে, মাঝে এই মাঠে খেলাধুলা বন্ধের পথে চলে এসেছিল কিন্তু বর্তমানে সবাই খেলার মাঝে সময় পার করছে। এখানে নিয়মিত ৮-৯ টা টিম অনুশীলন করছে বলে তিনি জানান।

ফুটবল খেলোয়ার তানভির বলেন, করোনা কালীন বাসায় অবসর সময় পার হচ্ছে না তাই মাঠে এসেছি অনুশীলন করতে। অলস সময় পার করতেই মূলত মাঠে আসা।

অপর দিকে, মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠের চিত্র ভিন্ন, নেই কোন খেলোয়ার, মাঠে চরছে গরু, মাঠের ঘাস গুলোও অনেক বড় হয়ে গিয়েছে। নেই কোন খেলাধুলা, অনুশীলন, পুরো মাঠ ফাঁকা। এ যেন এক প্রাণ হীন লেখার মাঠ, করোনার কারণে এমন বলে মনে করছেন স্থানীয় রাজ আহম্মেদ।

তিনি বলেন, আগে এখানে নিয়মিত অনুশীলন হতো করোনায় এখন সব বন্ধ। তবে বিকেলে কিছু খেলোয়ার মাঝে মধ্যে দেখা যায়।

মেহেরপুরের অন্যান্য খেলার মাঠ গুলোতে অল্প পরিসরে অনুশীলন হলেও মেহেরপুর জেলার এক মাত্র সরকারি খেলার মাঠ মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়াম এ সকল খেলাধুলা সহ সমস্ত অনুশীলন বন্ধ রয়েছে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায় জেলা স্টেডিয়াম মাঠের মেইন ফটক সহ সকল প্রবেশদার বন্ধ রয়েছে।

অফিস সহকারী স্বপনের সাথে এ বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন, করোনা কালীন সমস্ত খেলা ফেডারেশন থেকে বন্ধ আছে, সেই সাথে মাঠে অনুশীলন করাও কোন অনুমতি নেই। এ জন্যই প্রতিটা প্রবেশ দার বন্ধ রাখা হয়েছে।

মেপ্র/আরপি

বিএনপি নেতা অ্যাড. আব্দুস সালামের মৃত্যুতে জেলা বিএনপির শোক

মুক্তিযোদ্ধা দলের সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুস সালামের মৃত্যুতে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে এক শোকবার্তায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর নীতি ও আদর্শ এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী দর্শণে গভীরভাবে আস্থাশীল মরহুম আব্দুস সালাম মেহেরপুর জেলা বিএনপি-কে শক্তিশালী, গতিশীল ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করেছেন।

এছাড়া বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীদের নিকট অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। আমরা তার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত ও ব্যথিত হয়েছি।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন, গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা

জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গাংনীর সাহারবাটিতে জেলা ছাত্রলীগের গাছের চারা রোপন ও বিতরণ

মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নে জেলা ছাত্রলীগের ৩ হাজার গাছের চারা রোপন ও বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজামান খোকন।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাসির জামান মৃদুলের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক, জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদ মুর্শেদ অতূল, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজামান মনি প্রমুখ।

এসময় গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের নেতা আমিনুল ইসলাম সেন্টু, শিশির, জুবায়ের হোসেন উজ্জলসহ আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ ও সাহারবাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন শ্রেনিপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর কাথূলী ইউনিয়ন

ছাত্রলীগের বৃক্ষ রোপন

মুজিব বর্ষ উপলক্ষে গাংনী উপজেলার কাথূলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের উদ্দ্যোগে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ কর্মসূচীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি মুজিবুল হক মানিকের সভাপতিত্বে উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ইমরান হাবিব ও ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার আহম্মেদ উপস্থিত ছিলেন।